POST GRADUATE CERTIFICATE IN BANGALA HINDI TRANSLATION PROGRAMME (PGCBHT)

सत्रांत परीक्षा

जून, 2013

एम.टी.टी.-003 : बांग्ला-हिन्दी के विभिन्न भाषिक क्षेत्रों में अनुवाद

समय : 3 घंटे *अधिकतम अंक : 100*

नोट : ***सभी*** *प्रश्नों के उत्तर देने हैं ।*

1. कहानी या उपन्यास का अनुवाद करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ? 20

अथवा

आशु अनुवाद की आवश्यकता और इसमें अनुवादक की दक्षता पर प्रकाश डालिए ।

2. निम्नलिखित बांग्ला शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए । 5

ছবি	হাঁটছি	ব্যথা	সেদিন
মিথ্যা	কাপড়	মশা	
বিস্বাদ	তাতল	আসলে	

3. निम्नलिखित हिंन्दी शब्दों का बांग्ला पर्याय लिखिए । 5

काम	हमेशा	गलती	आवेदन
टेढ़ा	अनचाहा	धूप	
कूड़ा-कर्कट	झाड़ू	पच्चीस	

4. नीचे दिए गए शब्दों का बांग्ला और हिंदी में अर्थ बताते हुए हिंदी और बांग्ला वाक्यों में उनका प्रयोग करें । 20

पारदर्शी	प्रतिष्ठा	ऐतिहासिक	अनुभव
कृति	अपवाद	स्रोत	बैठक
संपर्क	नाता		

5. निम्नलिखित में से ***किन्हीं चार*** का हिंदी अनुवाद कीजिए। 4x10=40

(a) ভুজঙ্গো ভুজঙ্গোর মতই আচরণ করেছে- ঝাঁটা আছড়ে আছড়ে উঠোন সাফ করতে করতে বংশীর দিদি বিশাখা ভাইয়ের দিকে ধিক্কারহানা দৃষ্টিক্ষেপ করে বলে, দুধকলা দিয়ে তোয়াজের বিনিময়ে শিরে ছোবল হেনেছে ! তুই যেমন নির্বুদ্ধির ঢেঁকি, বেকুব গাড়োল! তাই ডাইনের কোলে পো সমোর্পোণ করে নিচ্চিন্দি হয়ে ক্যাঁতামুড়ি দিয়ে শুতে গেলি। ... উচিত ফল ফলেছে। এখন বসে বসে আঙুল কামড়া।

বিশাখার কথাবার্তা এই রকমই বেপরোয়া, ভাইয়ের যে বয়স হয়েছে, সেটা সে গ্রাহ্য করে না। তাছাড়া আজ তো মেজাজ তুঙ্গে। গতকাল রাত্তিরে খুব ঝোড়ো হাওয়া বয়েছে, উঠোন ভর্তি ঝরা পাতার জঞ্জাল। বিশাখা সেগুলোকে পিটিয়ে পিটিয়ে জব্দ করে নিয়ে জড়ো করছে। এখন উঠোন রোদে ফাটছে, বিশাখার মেজাজও ফাটছে। এতোখানি বেলায় বাসিপাট সারার কথা নয়, আর কাজটা বিশাখারও করার কথা নয়। বিশাখা ভোরবেলা ঘাটে ডুব দিয়ে এসে পুজোপাঠে বসে, তার পর রান্না চাপায়। বাঁধা নিয়ম। কিন্তু আজ সবকিছুতে ছন্দপতন।

বংশী দিদির গলার দাপটে বিছানা ছেড়ে এসে দাওয়ার খুঁটিটা ধরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা অবলোকন করে বলে, চেঁচিয়ে পাড়া মাত করছিস ক্যানো? অ্যাঁ ? শিরে ছোবল হেনেছে। একদন্ডে - জজের রায়। কাল ঝড়ের কালে মানুষ দুটোর কোনো বিপদআপদ হল কিনা সে চিন্তা নাই ! - কিনা -

কী ? ঝড়ের কালে ? বলি প্রেলয়ের ঝড় হয়েছিল বুজি কাল। চৈত্তিরের বাতাসে দুটো শুকনো পাতা ঝরেছে, তাতেই দুদুটো দস্যির বিপদআপদের চিন্তে ? তুই আর শাক দিয়ে মাচ ঢাকতে চেষ্টা করিস না বন্‌শা। যা ঘটেচে, তা তুইও মনে জানচিস, আমিও মনে জানচি।

বংশীর মাথা ঘুরছিল, পা দুটো কাঁপছিল, কানের মধ্যে ভোঁ-ভোঁ। বংশী আর দাঁড়াতে পারে না, খুঁটির গোড়ায় বসে পড়ে মাথাটা টিপে ধরে বলে, না। তোর মন যা জানচে, বংশীর মন তা জানচে না। বংশীর মনে অমন পাপ নাই। কত কারণে বিলম্বো ঘটতে পারে। .... এমনও হতে পারে মাজ রাত্তিরে দোর ধাক্কিয়ে, দোর খোলা না পেয়ে ফিরে গেছে -

কি বললি, দোর ধাক্কিয়ে খোলা না পেয়ে ফিরে গেচে ? বন্‌শা !

বিশাখা ঝাঁটাটা আছড়ে ফেলে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, তোর নয় জ্বরাসুরের তাড়সে জ্ঞানগম্যি ছিল না, শুনতে না পেয়েচিলি। এই বিশাখা লক্ষ্মীছাড়ি কি মরণ ঘুম ঘুমিয়েছিল ?

(b) তার অজানা।

প্রথম দিনই সে অফিস যাত্রার আগে অভিধানে মানে দেখে নিয়েছিল। তখনই হাসি ফুটে উঠেছিল তার ঠোঁটে। তারপর সে জোরেই হেসে উঠল।

মানুষ যখন একা একা হাসে, লোকে তাকে পাগল ভাবে। না, না, তপন মোটেই পাগল নয়, তার মস্তিষ্ক বেশ সুস্থ। কিন্তু এ এমনই কৌতুক, যা সে নিজে ছাড়া অন্য কেউ বুঝবে না। 'ভ্যাগর‍্যান্ট' মানে ছন্নছাড়া, ভবঘুরে, যাযাবর ইত্যাদি। তাদের

সামলানোর জন্য যে সরকারের কোনও দফতর আছে, তাই-ই জানত না তপন। আরে, সে নিজেই তো একজন ছন্নছাড়া, ভবঘুরে, আর তাকেই চাকরি দেওয়া হয়েছে ওই দফতরে!

মোট বারোজন কর্মচারী, একজন সুপারিনটেন্ডেন্টই শুধু অফিসার পর্যায়ের, বাকি সব ক্লাস থ্রি, ক্লাস ফোর স্টাফ। এটা এমনই এক মজার অফিস, যেখানে কোনও কাজ নেই। ব্রিটিশ আমলে তৈরি করা এই বিভাগে হয়তো একসময় অনেক কাজ ছিল, রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা অসহায় মানুষদের তুলে এনে কোনও না কোনও হোমে পাঠানো হত। এখন তো কলকাতার রাস্তায় শুয়ে থাকে পঁচাত্তর হাজার মানুষ, তাদের তুলে এনে আশ্রয় দেওয়া হবে কোথায় ? অত হোমও নেই, অত টাকা খরচ করারও সামর্থ্য নেই সরকারের। সরকার শুধু এই অফিসের কর্মচারীদের মাইনে দিয়েই খালাস।

কাজ না থাকলে কাজে ফাঁকি দেওয়ার আনন্দও নেই। যার যখন খুশি আসে, যখন খুশি যায়, শুধু হাজিরা খাতায় একটা সই মারলেই হল। যিনি সুপার, তিনিই বেশিরভাগ সময় অফিসে থাকেন না, তাঁর নিজের পারিবারিক সম্পত্তি সংক্রান্ত এক মামলায় প্রায় প্রতিদিনই তাঁকে আদালতে যেতে হয়।

প্রথম কয়েক সপ্তাহ বাধ্য ছেলের মতন তপন যথাসময়ে এসেছে অফিসে, পাঁচটা পর্যন্ত বসে ফাইল নাড়া-চাড়া করেছে। তারপর তার গায়ে অন্যদের ছোঁয়াচ লাগল। মাঝে মাঝেই সে দেখত, আশেপাশের কয়েকটা চেয়ার খালি। শুধু এক ভদ্রলোককে দেখত, খুব মন দিয়ে কাজ করছেন সারাক্ষণ। ভদ্রলোকের নাম আলতাফ হোসেন। একদিন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তপন দেখল, তিনি এক তাড়া প্রুফ নিয়ে কাটাকুটি করছেন। অর্থাৎ , তিনি কোনও প্রকাশন সংস্থার পার্ট টাইম প্রুফ রিডার। তপনকে দেখে মুখ তুলে হেসে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী ব্রাদার, কাজ খুঁজছ ?

(c) সমগ্র বিশ্বে অর্থনৈতিক টালমাটাল (volatile) অবস্থা এখন উদ্বেগজনক পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে। পূর্বে ভাবা হয়েছিল, এই সংকট বোধহয় শুধুমাত্র ক্রম-উন্নয়নশীল দেশগুলির (যেমন, ভারত-চীন-ব্রাজিল প্রভৃতি) মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু এই সংকটের পরিধি এখন বেড়েছে। আমেরিকা কিংবা ইউরোপীয় অঞ্চল তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হতে পারে। বলা বাহুল্য, এই সংকটের সূত্রপাত উন্নত দেশগুলিতেই। উন্নয়নশীল কিংবা ক্রম-উন্নয়নশীল বিশ্বে এর প্রভাব পড়েছে মাত্র !

উন্নত বিশ্বের ব্যর্থতা কীরকম? আমেরিকার কথাই ধরা যাক। এই দেশে আর্থিকবাজারের নিয়ন্ত্রণ ছিল সীমিত। ব্যাংকার কিংবা আর্থিক উপদেষ্টাদের

ভাবা হয়েছিল, এঁরা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন (rational) ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থের ক্ষেত্রে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল উল্টোফল। ব্যাংক কিংবা আর্থিক উপদেষ্টারা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হয়েছে / হয়েছেন নিজেদের আর্থিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই। স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের স্বার্থসিদ্ধি এঁরা এড়িয়ে গিয়েছেন। ফলে এঁরা বিনিয়োগ করেছেন 'বন্ধকীযুক্ত আর্থিক চুক্তিপত্র'গুলিতে (mortgage property)। কারণ, মুনাফা দেখাতে পারলে ব্যাংকারদের কমিশনও বাড়বে! দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশ্বাস করত স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় (self regulatory mechanism)। পরিশেষে 'গৃহায়ন' -কে ঘিরে আমেরিকার সার্বিক আর্থিক কার্যক্রমে ফাটল ধরা পড়ল। দেশটি পড়ে যায় মহাসংকটে! এখন পর্যন্ত আমেরিকা এই সংকট থেকে বেড়িয়ে আসতে পারেনি।

ইউরোপীয় অঞ্চলের সমস্যা শুরু হয় গ্রীস থেকে। গ্রীসের 'সার্বভৌম ঋণপত্র' (soverign bond) বিনিয়োগকারীদের তেমন আকৃষ্ট করতে পারেনি। এমনই সমস্যায় পড়ে গিয়েছে পর্তুগাল, স্পেন কিংবা ইতালি। ইউরোপীয় অঞ্চল আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডারের দ্বারস্থ হয়েছে। সমস্যা মেটাতে দরকার ৪৬০ বিলিয়ন ডলারের। ইউরোপীয় অঞ্চল ভাবছে, এরা নিজেরা ২৫০ বিলিয়ন ডলার যোগাড় করতে পারবে। বাকি অর্থের জন্য আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার এখন দ্বারস্থ ক্রম-উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে। ভারতও এই দেশগুলির আওতায় আসে।

অন্যদিকে শুরু হয়েছে অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতা ঘিরে রাজনৈতিক টানাপোড়েন। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফ্রাসোয়াঁ ওলাঁদ (Francois Hollande) প্রথম পর্বে জিতে গিয়েছেন সারকোজির বিরুদ্ধে। অপরদিকে 'রাজস্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলবদ্ধ দেশ' বলে

(d) অক্টোবর-নভেম্বর উৎসবের মরসুম। যেমন, ঈদ, দুর্গাপুজো, দীপাবলী প্রভৃতি এই সময়েই অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য, খাদ্যদ্রব্যের বর্তমান মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে প্রধানত উৎসবজনিত অতিরিক্ত চাহিদা থেকে। উৎসবের মরসুম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির হার কমেনি। এখন বলা হচ্ছে, শীত এসেছে। এইবার মূল্যবৃদ্ধি কমে আসবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির ধরনটি কেমন ? কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। শাকসবজির ক্ষেত্রে বার্ষিক মূল্যবৃদ্ধি ২৮.৮৯ শতাংশ। ডালের ক্ষেত্রে ১১.৬৫ শতাংশ। ফলের ক্ষেত্রে ১১.৬৩ শতাংশ, দুধের ক্ষেত্রে ১১.৬৩ শতাংশ। ডিম-মাংস এবং মাছের ক্ষত্রে ১৩.৩৬ শতাংশ। চাল কিংবা গমের ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে ৪.১৩ শতাংশ। পেঁয়াজের ক্ষেত্রে বার্ষিক মূল্যবৃদ্ধি হয়নি। উপরন্তু কমেছে ২০.৩৩ শতাংশ হারে। নীতি নির্ধারকগণ এখন বলছেন, শীতের মরসুমে মূল্যবৃদ্ধির

হার কমবে। তাঁদের যুক্তি ঠিক কীরকম ? শুধুমাত্র পূর্ব ভারতের কথাই ধরা যাক। আমন ধান কাটা হলেই চালের সরবরাহ বাড়বে। তারপর ক্ষুদ্র এবং মাঝারি-চাষিরা সেচের জল না পেলে শাকসবজি, ডাল কিংবা সরষে চাষ করবেন। শাকসবজি চাষ করতে অল্পদিন সময় লাগে। সুতরাং, ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে এই ফসল এলে সরবরাহ বাড়বে।

(e) একটি যোজনা
মহিলাদের সম্পর্কে
মহিলাদের জন্য
মহিলাদের দ্বারা

এই প্রথম মহিলারা নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করতে একটি যোজনা পরিকল্পনা করছে। এই প্রথম রাজ্যস্তরের মহিলা পঞ্চায়েত খোলাখুলিভাবে তাদের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিংহ চৌহানের সঙ্গে, এবং খোঁজা হয়েছে একটি নতুন পথ।

- আগামী আর্থিক বছর থেকে লিঙ্গভিত্তিক বাজেট।
- আঞ্চলিক সংগঠনগুলিতে মহিলাদের জন্য ৫০% আসন সংরক্ষণ।
- কন্যাসন্তানদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে তাদের জন্য ১ লক্ষ টাকা জমা প্রকল্প।
- প্রত্যেক থানায় মহিলাদের জন্য একটি আলাদা ডেস্ক।

- মহিলাদের হয়ে আদালতে লড়বার জন্য মহিলা আইনজীবী।
- মহিলাদের জন্য হেল্পলাইন।
- কন্যাভ্রূণ-হত্যা সম্বন্ধে খবর দিলে তাকে পুরস্কার প্রদান করার ব্যবস্থা।
- পুলিশ ফোর্সে মহিলাদের জন্য ১০% সংরক্ষণ।

6. निम्नलिखित में से ***किसी एक*** का बांग्ला में अनुवाद कीजिए ।

(क) आज तीसरा रोज है । - तीसरा नहीं , चौथा रोज है । वह इतवार की छुट्टी का दिन था । सवेरे उठा और कमरे से बाहर की ओर झाँका तो देखता हूँ , मुहल्ले के एक मकान की छत पर काँव / काँव करते हुए कौओं से घिरी हुई एक लड़की खड़ी है। खड़ी -खड़ी बुला रही है 'कौओं, आओ, कौओं आओ। 'कौए बहुत काफी आ चुके हैं, पर और भी आते-जाते हैं। वे छत की मुंडेर पर बैठ अधीरता से पंख हिला-हिलाकर बेहद शोर मचा रहे हैं। फिर भी उन कौओं की संख्या से लड़की का मन जैसे भरा नहीं है । बुला ही रही है, 'कौओं आओ , कौओं आओ।'

देखते-देखते छत की मुंडेर कौओं से बिल्कुल काली पड़ गयी। उनमें से कुछ अब उड़-उड़कर उसकी धोती से जा टकराने लगे । कौओं के खूब आ घिरने पर लड़की मानो उन आमन्त्रित अतिथियों के प्रति गाने लगी -

'कागा चुन-चुन खाइयो .....।'

गाने के साथ उसने अपने हाथ की रोटियों में से तोड़ - तोड़कर नन्हें - नन्हें टुकड़े भी चारों ओर फेंकने शुरू किये। गाती जाती थी। 'कागा चुन - चुन खाइयो....।' वह मग्न मालूम होती थी और अनायास उसकी देह थिरककर नाच - सी आती थी। कौए चुन चुन खा रहे थे और वह गा रही थी - 10

'कागा चुन - चुन खाइयो .....।'

(ख) **रंगीन पंखों वाले पक्षियों में होता है तेजी से क्रमिक विकास**

मेलबर्न, 14 मई (भाषा)। एक ही रंग वाले पक्षियों की तुलना में रंगीन पक्षी, नई प्रजातियों में तेजी से विकसित होते हैं। मेलबर्न विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के एक दल ने पता लगाया कि बहुत सारे रंगों के पंखों वाले पक्षी अपनी आबादी के भीतर तेजी से बदलते और विकसित होते हैं। नेचर पत्रिका में छपी खबर के अनुसार इससे 60 साल पुराने क्रमिक विकास सिद्धांत की पुष्टि होती है।

इस शोध के लिए पक्षी प्रेमियों और आनुवांशिकी विज्ञानियों की पिछले कई दशकों में जुटाई सूचनाओं का प्रयोग किया गया। 1950 में एक से ज्यादा रंगों के पंखों और नई प्रजातियों के विकास के बिच संबंधों के बारे में जुलियन हक्स्ले जैसे कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था लेकिन ऐसा पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है।

शोधकर्ता दल के प्रमुख डॉक्टर डेवी स्टुअर्ट फॉक्स ने कहा- विकासवादी जीवविज्ञान के एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत की पुष्टि कर हम जैवविविधता के लिए जिम्मेदार प्रक्रियाओं के बारे में और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। शोधकर्ता दल ने इस अध्ययन के लिए केवल पक्षियों का चुनाव इसलिए किया क्योंकि पक्षियों में रंगों की विविधता और प्रजातियों के वर्गीकरण से संबंधित सूचनाएँ प्रचुरता से उपलब्ध हैं।

फॉक्स ने कहा- हमने रंगों की विविधता वाले पाँच पक्षियों की प्रजातियों का अध्ययन किया और उनकी विकास दर की एक ही रंग वाले पक्षियों के साथ तुलना की। अध्ययन में पता चला कि रंगों की विविधता नई प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया को तेज कर देती है।